জনাব জামিলুল বাসারকে কিছু প্রশ্ন!!!

সাঈদ কামরান মির্জা
mirza.syed@gmail.com
অক্টোবর ১৬, ২০০৫

জনাব জামিলুল বাসার একজন **prolific** লেখক। তিনি আজ প্রায়ই ভিন্নমতে লিখে থাকেন এবং তার বাংলাতে বেশ ভাল হাত আছে তা' স্বীকার করতেই হবে। তার লেখা বেশ লম্বা হয় এবং মাঝে মাঝে একই (*মৃতঃ ডঃ আহম্মদ শরীফের স্টাইলে*) বাক্যে অনেকগুলো কঠিন বাংলা শব্দ ঢেলে দেন একসাথে, যার দরুন ঔ বাক্যটি হয়ে যায় ''সুপার বাক্য'' যাহা সাধারণ পাঠকদের কাছে বেশ কঠিন ও দুর্বোধ্য হয়ে যায় বলেই আমার মনে হয়! এতসব কঠিন বাংলা শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন অবশ্য আমার কাছে বোধগম্য নয়। সে যাই হউক, এখন আসল কথায় আসা যাক।

জনাব বাসারকে আমার প্রশ্ন আছে অনেক, তবে আজ অল্প কিছু প্রশ্ন দিয়েই আমার অতি কাঁচা বাংলায় লেখা রচনাটি শেষ করতে চাই। বাসার সাহেবের লেখাতে আমি যাহা জানতে পেলাম তা' হল—তিনি মনে করেন, ইসলামকে **পিউরিফিকেসনের** একমাত্র প্রেসকিপসান হল কোরান, অর্থাৎ কোরান ছাড়া মুসলিমদেরকে আর অন্য কোন বই মানা একেবারে নিষেধ। তিনি মনে করেন হাদিস হল সব নস্টের মুল এবং তার ভাষায়—**দু'নম্বরী কিতাব**। বাসার সাহেব তার সম্প্রতি একটি লেখায় বলেছেন, ''**তাই হাদিস নিস্প্রয়োজন; সুতরাং সব হাদিসই খারাপ''**। ওনার সুধু একথাটি থেকেই আমরা ধরে নেব যে তিনি কখনো মুখে হাদিস উচ্ছারন করবেন না। কেবল কোরান দ্বারাই তিনি ইসলাম পালন করবেন।

এবার বাসার সাহেবকে আমার প্রশ্ন— (১) আপনি হাদিস ছাড়া ইসলাম পালন কিভাবে করেন? আজান দেওয়া, অজুকরা, নামাজ, রোজা, ঈদের নামাজ, হজ্জ-যাকাত যাবতীয় ইসলামী রাইচুয়ালের নিয়ম গুলোত কোরানে মোটেই বর্ণনা নেই। (২) আপনি কি মিরাজের ঘটনা বিশ্বাস করেন? যদি করেন তা'হলেত বলতেই হবে আপনি হাদিসও বিশ্বাস করেন। কোরানে কি মিরাজের বিস্তারিত ঘটনাগুলো বর্নিত আছে? (৩) ইসলাম পুর্ব আরব প্যাগানগন নারী শিশু, ছেলে শিশু, কখনো নারী-পুরূষ হত্যা করার ইতিহাস সুধু কোরান থেকে জানলেন কিভাবে? প্যাগান আরবগন যদি সত্যিই নারী শিশু হত্যা করত তা' হলে আরবে মেয়েলোক কিভাবে থাকল? প্রফেট মুহাম্মদ এবং তার আর সকল সাথীগন কার পেটে জম্ম নিল? নাকী তারা সবাই টেস্টটিউব বেবি? (৪) অতি সম্প্রতি আপনি যে আপনার লেখা,''আসগর সাহেবদের প্রতুত্তরে'' বেশ কিছু ইসলামী ইতিহাস টানলেন (*যাহা দিয়ে মোল্লারা ছোট সময়ে আমাদের সবাইর মগজ ধোলাইর কাজটি করেছিল*) প্রফেট মুহাম্মদকে ধোয়া তুল্‌সি পাতা বানানোর জন্য, সেই ইতিহাস আপনি জানলেন কোথা থেকে? কোরানে কি এসব ইতিহাস বলা আছে? (৫)

আপনি লিখেছেন, ‘‘কৃষ্ণ বললেন, ‘আমার পরে মোহাম্মদ আসবেন’’। আপনি এই ইতিহাস জানলেন কোথায়? কোরান থেকে কি? ইসলাম কি কৃষ্ণকেও নবী হিসেবে স্বীকার করে? যদি বলেন হাঁ; তবে হিন্দুরা কাফের হয় কি ভাবে? (৬) আপনি লিখেছেন, ‘‘জানামতে কোরানে আক্রমনাত্বক আয়াত নেই’’। আপনি কি সিউর বল্‌ছেন কোরানে কোন আক্রমনাত্ব আয়াত নেই? (৭) আপনার আসগর সাহেবের প্রতি rebuttalএ কিন্তূ বেশ কাঁয়দা করে আসল ব্যাপারটিই চেপে গেছেন। আপনি কি মনে করেন আজ যদি কেউ এসে দাবী করে যে ইসলাম হল মিথ্যা ধর্ম এবং তাকে বলা হয় যে অন্য একটি নতুন ধর্মে দীক্ষিত হতে তা’হলে কি বর্তমানের মুমিন মুসলিমগন ঔ ব্যক্তিকে সুধু পচা নাড়ি-ভুরি এবং কাটা দিয়েই শাস্তি দেবে নাকি কতল করে টুকরা টুকরা করবে? (৮) আপনি লিখেছেন, ‘‘মোহাম্মদ শেষ নবী নন; নবী রাছুল আসতেই থাকবেন’’। একথা বলার পর আপনি কি সুন্নী মুসলমান থাকলেন নাকি কাদিয়ানী হয়ে গেলেন। আপানাকেত বাংলাদেশের জামাতি রাজাকারগন একেবারে মেরে ফেলবে কাফের আখ্যা দিয়ে। (৯) আপনি বাংলা দেশে যেয়ে যদি সকল মুমিন মুসলমানদেরকে বলেন যে তোমরা কোন হাদিস মানবে না; সুধু কোরান মেনে চলবে। তা’হলে আপনার ঘাড়ে মাথাটি কি বজায় থাকবে? (১০) আপনি হাদিসকে গারবেজ করতে বল্‌ছেন কারণ হাদিস খুব খারাপ! কিন্তূ, কোরানে যদি হাদিসের চেয়েও আরও বেশি জগন্য খারাপ কথা পাওয়া যায় তা’হলে কি আপনি কোরানকেও গারবেজ করতে বলবেন? (১১)আপনি দাবী করছেন যে হাদিস হল মানুষের তৈরী, তাই হাদিস খারাপ; কিন্তূ কোরান যে মানুষের তৈরী নয় **তার কি কিছু প্রমান** আমাদের কে দিতে পারবেন? (১২) পাকিস্তানে পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা যে সম্প্রতি এক ভয়ংকর ভুমিকম্প দিয়ে প্রায় ৪০ হাজার নিরীহ,গরীব মানুষ হত্যা করলেন তার কোন ইসলামি ব্যাখ্যা কি আপনার কাছে আছে? আল্লাহ এখনও যারা বেচে আছে তাদেরকে খোলা আকাশের নিচে রেখে ঝড়-শীলাবৃষ্টি দিয়ে এবং আরও ঘন ঘন **After shock** দিয়ে কি ইমান পরীক্ষা করছেন?

আজ এখানেই থাক। আমার ১২ দফার সুষ্ঠ উত্তুর আপনার কাছে আশা করব। আমার কোন আপত্ত্বি নেই যদি বাসার সাহেব হাদিস বিহীন ইসলাম পালন করতে পারেন এবং সকল মুসলিমদেরকেও তিনি রাজী করাতে পারেন হাদিস বিহীন ইসলাম পালনে। আজকাল প্রায়ই কিছু তথা কথিত মডারেট মুসলমানের অবির্ভাব হচ্ছে, তাঁরা ইসলামকে রক্ষা করার জন্য তাদের মনগড়া কিছু খোড়াযুক্তি নিয়ে প্রায়ই বৃথা তর্ক-বিতর্ক করে। তারা বলতে চায় যে ইসলামে হাদিসের কোন প্রয়োজন নেই মোটেই। কিন্তূ কার্য্যত দেখা যায় তারা নিজেরাই সুবিধামত সেই দু’নম্বরী হাদিসের সাহায্য নিয়ে থাকেন ক্ষনে ক্ষনে। ভাব খানা এরূপ যেন, হাদিসের কথা গুলো যদি শুনতে ভাল হয়, তা’হলে হাদিসও চলবে; কিন্তূ শুনতে খারাপ হলে হাদিস বাতিল! **ডাবল স্টেন্ডারড্ আর কাকে বলে!**

আসলে এসব খোড়া যুক্তি নিয়ে ওনাদের আসার কারণ হলো কাফেরদের তৈরি

Internet এর অবির্ভাব। কারণ ইন্টারনেটের '**ঠেলার নাম বাবাজীতে**' বিশেষ করে ৯/১১ পরে ইসলামের আজ কেরসীন অবস্থা। ইন্টারনেটের খোলা ময়দানে মাত্র অল্পসঙ্খক আলী সিনাদের ন্যায় কিছু কাফের যে ভাবে ১৪০০ বৎসরের শান্তিতে থাকা পবিত্র ইসলাম নামক মহা দানবকে ল্যাং মারা শুরু করেছে, তাতে ইসলামের আজ বড্ড করুন অবস্থা। তাই, বাসার সাহেবের ন্যায় কিছু বুজর্গ মডারেট মুসলিমের আগমন হয়েছে ইসলামকে ধুয়ে-মুছে, ছেটেছুটে পবিত্র করার। তা'না হলে চৌদ্দশত বৎসর ধরে এইসব বাতিল গাজাখোরী হাদিস দিয়েই কোটি কোটি সরল মানুষের মগজ ধোলাই করে পৃথিবীর চার ভাগের একভাগ লোককে ইডিয়ট বানিয়ে রেখেছিল। কই, তখন কিন্তূ এইসব তথাকথিত মডারেট মুসলিমের টিটিটিও দেখা যায় নাই। আজ তাদের বড্ড ভয় ঢুকে গিয়েছে, ইসলামের ভবিষ্যত চিন্তা করে। দেখা যাক, কে হারে কে জিতে!